বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

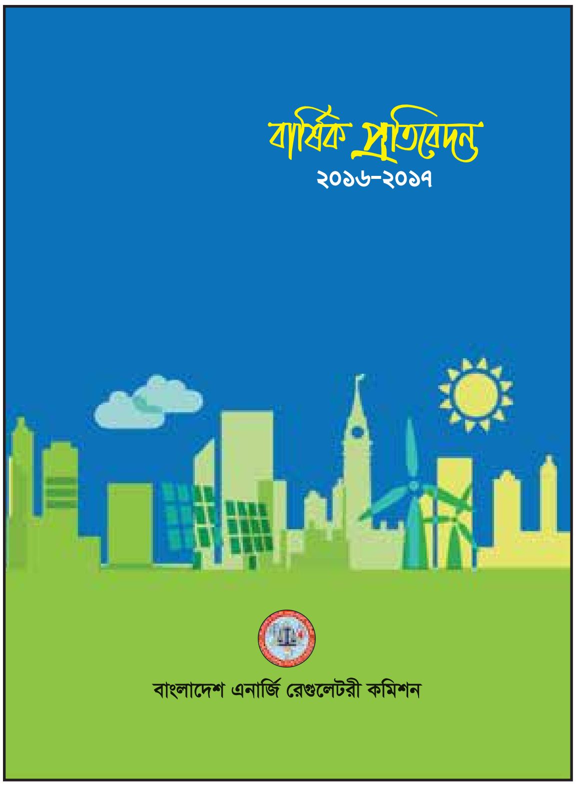

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মনোয়ার ইসলাম এনডিসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মুখবন্ধ

টেকসই উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক জ্বালানি নিরাপত্তা। জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, জ্বালানি খাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবেশবান্ধব জ্বালানির সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার আমাদের অঙ্গীকার। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ সেক্টরের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হলো জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিতকরণ, ট্যারিফ নির্ধারণ, ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করা এবং তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচার করা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এ উল্লেখিত কার্যাবলি সম্পাদনকল্পে কমিশন ১২টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে এবং ১৪টি খসড়া প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশন মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ এবং বিচারবিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া একটি নতুন দিগন্ত উম্মোচন করেছে।

কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে গৃহিত কয়েকটি সিদ্ধান্তের মধ্যে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল', 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' এবং 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন অন্যতম। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল অর্থ কেবলমাত্র দেশীয় কোম্পানির গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার শর্ত আরোপ করার ফলে দেশীয় কোম্পানিসমূহ উৎসাহিত ও বিকশিত হচ্ছে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডে' জমাকৃত অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমান কমিশন গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকল্পে কোডস ও স্ট্যাণ্ডার্ড প্রণয়ন, যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, লাইসেন্সিদের অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রর্বতন, এনার্জি অডিট প্রর্বতন, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন, নতুন অফিস ভবন নির্মাণ এবং কমিশনের সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনসহ একটি জনবান্ধব অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন ভবিষ্যতে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি খাতে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এ প্রতিবেদন প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মনোয়ার ইসলাম)

সূচিপত্র

কমিশন পরিচিতি	০৭
কমিশনের কার্যক্রম	১৩
বিদ্যুৎ অনুবিভাগ	১৭
গ্যাস অনুবিভাগ	২১
পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগ	২৫
আইন ও বিধি অনুবিভাগ	২৯
প্রশাসন অনুবিভাগ	৩৩
ট্যারিফ অনুবিভাগ	৩৭
কমিশনের অর্জন	৪১
অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ	৪৯
নিরীক্ষা প্রতিবেদন	৫৫
ফটো গ্যালারী	৬৭
আগামী দিনের কমিশন	৭১
কমিশনের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা	৭৩
কমিশনের বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানগণের নামের তালিকা	৭৯

কমিশন পরিচিতি

কমিশন

মনোয়ার ইসলাম এনডিসি
চেয়ারম্যান

রহমান মুরশেদ
সদস্য

মাহমুদউল হক ভূঁইয়া
সদস্য

মোঃ আবদুল আজিজ খান
সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

কমিশন গঠন

বিশ্বায়নের যুগে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারী বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থসংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ পাশের মাধ্যমে স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং আধাবিচারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এপ্রিল ২৭, ২০০৪ তারিখে কমিশন যাত্রা শুরু করলেও কার্যত কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৯ সালে। কমিশন একাধারে নির্বাহী, আধাবিচারিক ও প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। নির্বাহী কাজের অংশ হিসেবে বিইআরসি কমিশন সভা, উন্মুক্ত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো

সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের মোট জনবল ৮১ জন। এর বিপরীতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ৩৫ জন ও কর্মচারী ৩৭ জন। অনুমোদিত ও নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ	মন্তব্য
০১	চেয়ারম্যান	০১	০১	-	
০২	সদস্য	০৪	০৪	-	
০৩	সচিব	০১	০১	-	
০৪	পরিচালক	০৪	০৪	-	
০৫	উপপরিচালক	০৮	০৫	০৩	
০৬	সহকারী পরিচালক	১৬	১৩	০৩	
০৭	একান্ত সচিব	০১	০১	-	
০৮	ব্যক্তিগত সহকারী	১০	০৮	০২	
০৯	অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৭	০৭	০	
১০	হিসাব সহকারী	০১	০১	০	
১১	গাড়িচালক	০৮	৮+৫	-	অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে ৫ জন গাড়িচালক চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত আছে।
১২	অফিস সহায়ক	১৮	১৭+২	১	দৈনিক মজুরীভিত্তিক ২ জন নিয়োজিত আছে।
১৩	গার্ড	২	২	-	
	মোট	৮১	৭২	০৯	

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

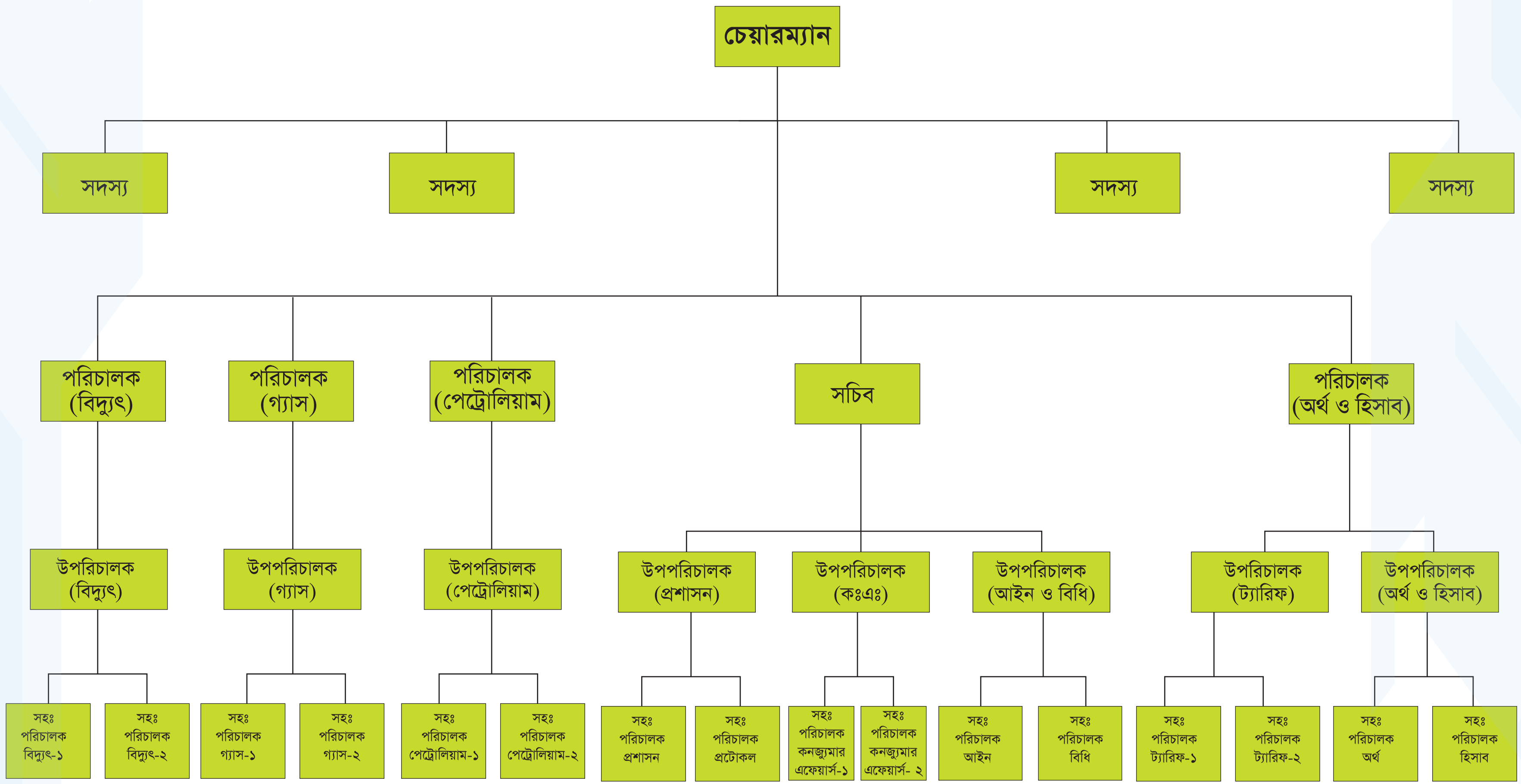

১

ভিশন

জ্বালানি খাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনকে একটি বিশ্বমানের সংস্থায় উন্নীত করা।

২

মিশন

- সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারিদের জন্য অভিন্ন সুযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা।
- এনার্জি ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, মূল্য নির্ধারণ এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণে স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
- জ্বালানি খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।
- কর্ম উদ্দীপনাভিত্তিক রেগুলেশন চালু করা।
- এনার্জিক্ষেত্রে সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুষম কর্মমাপকাঠি নির্ধারণ এবং সরবরাহের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা।

৩

কৌশলগত কর্মপন্থা

- কমিশনের সকল কর্মচারীর জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা;
- কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ;
- কর্মচারী দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য Key Performance Indicator নির্ধারণ করা;
- বিইআরসি'র সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজড করা।

কমিশনের কার্যপরিধি

০১ এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, এর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

০২ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন,যুক্তিসঙ্গত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

০৩ লাইসেন্স ইস্যু, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

০৪ লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনারভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাহার চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

০৫ এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

০৬ গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন ও এর প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

০৭ সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

০৮ লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

০৯ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

১০ লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে আরবিট্রেশনে প্রেরণ করা;

১১ ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

১২ প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

১৩ এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

কমিশনের কার্যক্রম

কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা

কমিশন সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর আওতায় কমিশনের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে কমিশনের পরিপূর্ণ কোরামের মাধ্যমে কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিইআরসি আইনের ১২(৪) ধারা অনুসারে তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের কোরাম হয়ে থাকে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিশনের সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। গত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	কমিশন সভার সংখ্যা	বিশেষ কমিশন সভার সংখ্যা	মোট
২০১৬-১৭	২৩	৭	৩০
২০১৫-১৬	১২	২০	৩২
২০১৪-১৫	১১	১১	২২
২০১৩-১৪	১৫	১	১৬
২০১২-১৩	২৬	-	২৬

কমিশন সভা

সমন্বয় সভা

কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কর্মকাণ্ডের সার্বিক বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে আলোচনার জন্য বর্তমান কমিশন মাসিক সমন্বয় সভার প্রচলন করেছে। সমন্বয় সভায় পূর্ববর্তী মাসে গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। কাজের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের সমস্যা সমন্বয় সভায় সরাসরি উপস্থাপনের সুযোগ পান। সভায় কমিশন হতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সভা প্রর্বতনের ফলে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছেন এবং যা কমিশনের লক্ষ্য অর্জনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উন্মুক্ত সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা ২০১৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপনন, সরবরাহ, মজুদকরণ, বিতরণের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করার নিমিত্ত উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনাপূর্বক কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন প্রবিধানমালা, কোড্স ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নসহ লাইসেন্স ইস্যুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত সভার বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	উন্মুক্ত সভার সংখ্যা
২০১৬-১৭	২
২০১৫-১৬	৩
২০১৪-১৫	২
২০১৩-১৪	২
২০১২-১৩	২

কমিশনের উন্মুক্ত সভা

বিদ্যুৎ অনুবিভাগ

বিদ্যুৎ অনুবিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদানসহ সেবারমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় গ্রীডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ইভাকুয়েট করে থাকে। গ্রাহক পর্যায়ে লোডের বৈশিষ্টের কারণে বিদ্যুতের মানের উপর প্রভাব পড়ে। মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ গ্রাহক পর্যায়ে পৌছে দেয়া বিতরণকারী প্রতিষ্ঠনের মৌলিক দায়িত্ব। গ্রীড সিস্টেমে সংযুক্ত জেনারেটরসমূহ যাতে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সেজন্য গ্রীড কোড অনুসরণ করা জরুরী। বিইআরসি কর্তৃক প্রণীত গ্রীড কোড পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে যুগোপযোগি করার উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ কাজে নিয়োজিত সেবা প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুতের মানউন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ কোড অনুসরণ করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ কোড আধুনিকায়নসহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংশিস্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়া সরকারি খাতের বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহকে বিতরণ কাজের জন্য লইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ১০০০ কি.ও. পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য লাইসেন্সে পরিবর্তে লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। ১০০০ কি.ও. এর বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বিইআরসি থেকে শ্রেণিভিত্তিক যথা ক্যাপটিভ পাওয়ার প্যান্ট (সিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্যান্ট (আরপিপি), ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি), কমার্শিয়াল পাওয়ার প্যান্ট (সিওপিপি), পাবলিক সেক্টর পাওয়ার প্যান্ট (পিএসপিপি), পাবলিক সেক্টর ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন (পিএসইডি), পাবলিক সেক্টর ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন (পিএসইটি) ইত্যাদি লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে সভার মাধ্যমে সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে লাইসেন্স প্রদানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। লাইসেন্সের মেয়াদ সাধারণতঃ ২ (দুই) বছর। কমিশন কর্তৃক এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৭৭২ টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স ইস্যু করেছে

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	লাইসেন্স সংখ্যা
ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আই.পি.পি)	৩৫
রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আর.পি.পি)	২৮
কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সি.আই.পি.পি)	১২
স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এস.পি.পি)	০৮
ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সি.পি.পি)	৫৭৪
এসপিপি থেকে বিদ্যুৎ সংস্থায় বিক্রয়	১৩
লাইসেন্স অব্যাহতির সার্টিফিকেট	২,০৮৩
নবায়নযোগ্য জ্বালানি লাইসেন্স	০৪
সরকারি সংস্থা:	
(ক) বিদ্যুৎ বিতরণকারী লাইসেন্সি	০৬
(খ) বিদ্যুৎ সঞ্চালনকারী লাইসেন্সি	০১
(গ) বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী লাইসেন্সি	০৪
সর্বমোট	২,৭৭২

ছক-১: কমিশন কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উপাদনের জন্য ইসুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা

বিদ্যুৎ সেক্টরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট লাইসেন্স ইস্যুকরণ বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

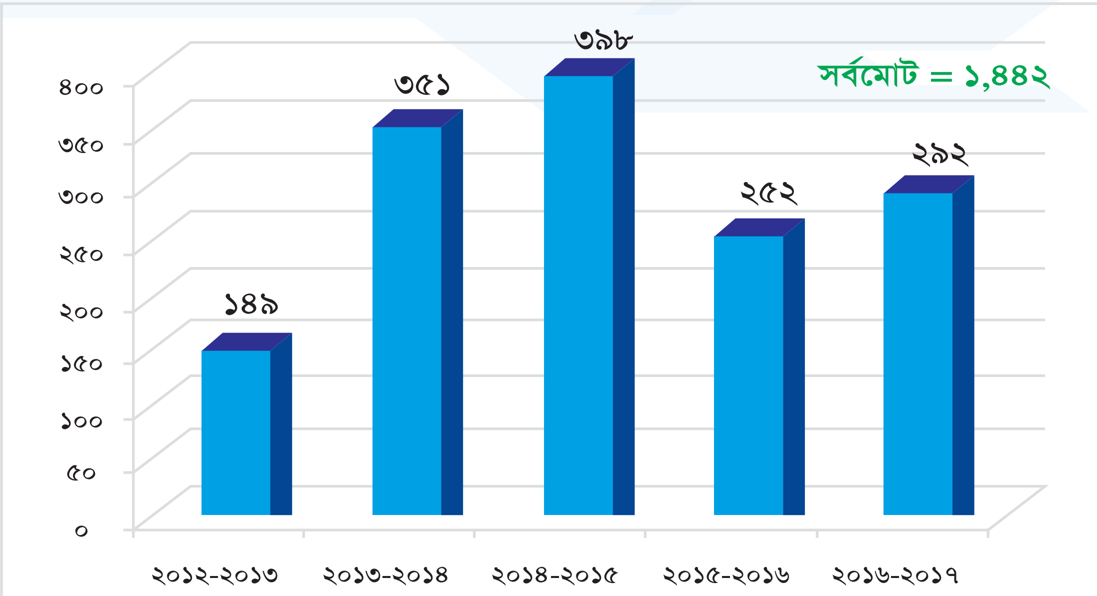

লেখচিত্র-১: অর্থবছরভিত্তিক প্রদত্ত লাইসেন্স

পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

গ্যাস অনুবিভাগ

গ্যাস অনুবিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ (সংশোধন ২০০৫ ও ২০১০) এর ধারা ৩ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও মজুতকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হতে চাইলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। এ আইন অনুযায়ী গ্যাস কোম্পানীসমূহকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরুপ:

বিপণন লাইসেন্স

০১ পেট্রোবাংলা

সঞ্চালন লাইসেন্স

০১ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড

০২ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

০৩ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

বিতরণ লাইসেন্স

০১ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

০২ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

০৩ বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিশন কোম্পানী লিমিটেড

০৪ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

০৫ সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

০৬ কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড

২০১২-১৩ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বিবরণ

বিবরণ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
সিএনজি মজুতকরণ ও বিপণনের লাইসেন্স	৩৩	৫৮	৫২	৭২	৩৮
সিএনজি মজুতকরণ ও বিপণনের লাইসেন্স নবায়ন	৬২	৭৬	৪৫	৬৪	১৪৫
এলপিজি লাইসেন্স	-	-	-	১	-
এলপিজি লাইসেন্স নবায়ন	-	-	১	৬	-
এলপিজি লাইসেন্স (সাময়িক)	-	-	১	-	৩
গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানীর লাইসেন্স নবায়ন	-	৩	৩	১	২
গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর লাইসেন্স নবায়ন	-	৪	৫	-	-
গ্যাস বিপণন কোম্পানীর লাইসেন্স নবায়ন	১	১	১	-	-
মোট	৯৬	১৪২	১০৮	১৪৪	১৮০

ছক-২: অর্থবছরভিত্তিক ইস্যুকৃত লাইসেন্স

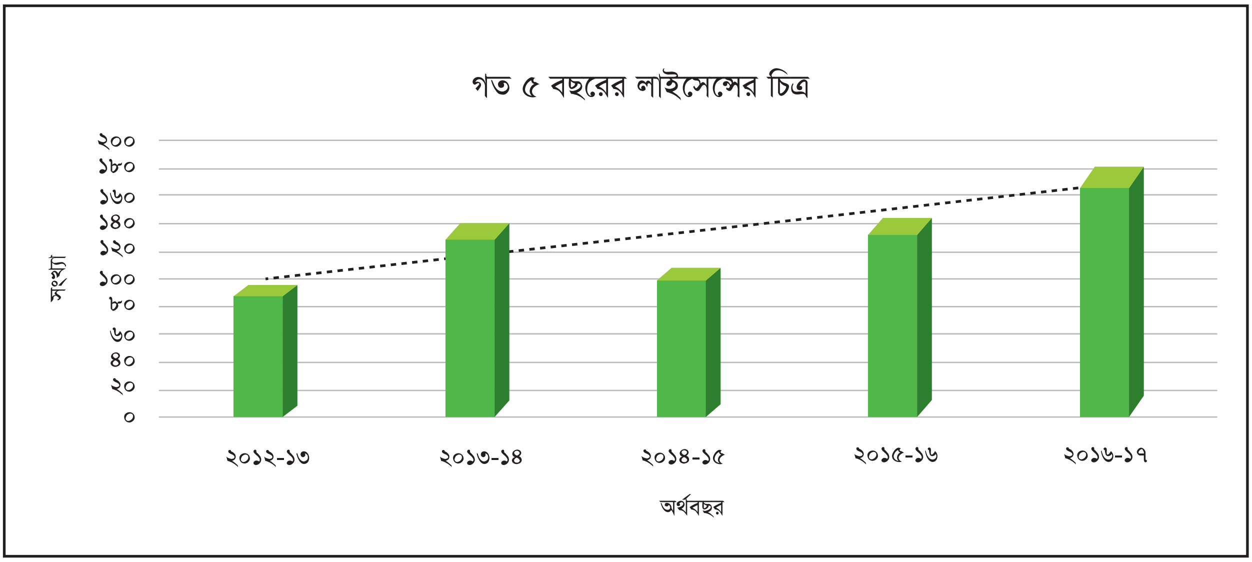

লেখচিত্র-২: ২০১২-১৩ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স

জ্বালানি সাশ্রয় ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম

ক. গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রি-পেইড মিটার ও স্মার্ট মিটার স্থাপন ও বর্তমানে অকেজো অবস্থায় থাকা স্ক্যাডা সিস্টেমটি আধুনিকায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

খ. গ্যাস চুরি বন্ধকরণ, অবৈধ সংযোগ ও অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে 'গ্যাস সংযোগ প্রবিধান' প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

গ. গ্যাসের সুষ্ঠু ও নিরাপদ ব্যবহারের লক্ষ্যে সকল শ্রেণির গ্রাহকের জন্য মিটার স্থাপন এবং বাণিজ্যিক ও আবাসিক শ্রেণির গ্রাহকদের জন্য প্রি-পেইড মিটার চালুকরণে বিইআরসির নির্দশনা মোতাবেক প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ ইতোমধ্যে ৬৭৫টি মিটার স্থাপন করেছে এবং নতুন আরও ২,৫১০টি মিটার স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাসের অপচয় রোধে এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কের ডিজিটাল গ্রীড রুট ম্যাপ প্রস্তুত ও ডিসপ্লে করার লক্ষ্যে কমিশনের ইতঃপূর্বে নির্দেশনা মোতাবেক প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

ঙ. গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস বিল দ্রুত ও সহজে পরিশোধ করার লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধে কমিশনের নির্দেশনার আলোকে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করেছে।

প্রণীত প্রবিধানমালা

ক. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা ২০১০।

খ. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা ২০১০।

খসড়া প্রবিধানমালা

ক. সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং স্টেশন নিরাপত্তা কোডস্ প্রবিধানমালা।

খ. যানবাহনের সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানি ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

০১ লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন;

০২ খসড়া প্রবিধান চূড়ান্তকরণ;

০৩ এলপিজি, এলএনজি ও অটোগ্যাস বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

০৪ গ্যাসের মূল্য পুনর্নির্ধারণ/সমন্বয়;

০৫ গ্যাসের মজুদকরণ, বিতরণ ও সঞ্চালনের মাননিয়ন্ত্রণ;

০৬ এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু;

০৭ লাইসেন্সী প্রতিষ্ঠানসমূহ মনিটরিং ও পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ;

০৮ ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ;

০৯ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগ

পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগের কার্যক্রম

পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহণের জন্য লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে কোন আপত্তি/সুপারিশ থাকলে বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশনের পরিচালক, উপপরিচালক এবং সহকারী পরিচালকবৃন্দ অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন ওর মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশনের অনুমোদনের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

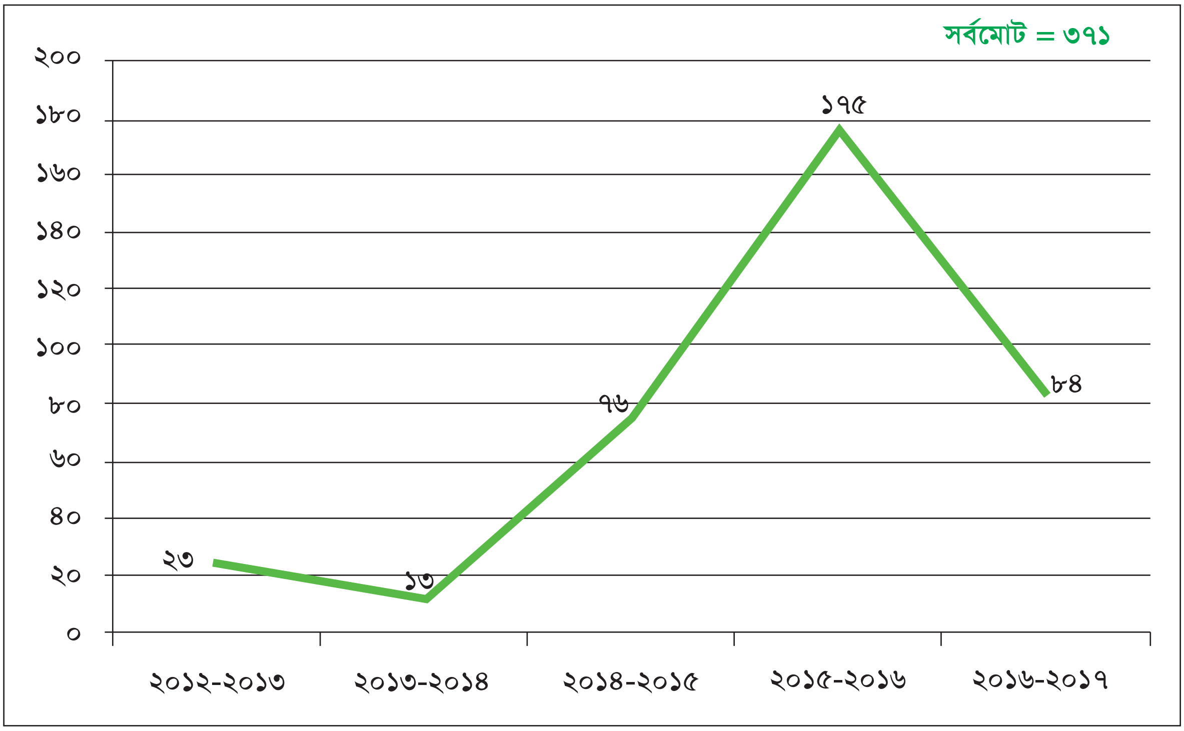

লেখচিত্র-৩: ২০১২-১৩ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স

পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগের অর্জন

কমিশনের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হওয়ার পর থেকে এ যাবত কাল পর্যত অর্থাৎ ২০০৮ থেকে ২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৫১৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮৪ টি নতুন লাইসেন্স, ৬৮ টি নবায়ন ও ১১৯ টি লাইসেন্স সংশোধন করা হয়েছে।

এছাড়া আমদানী নীতি অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, মজুদকরণ, বিপণন, বিতরণের জন্য বিইআরসির লাইসেন্স গ্রহণের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কে অবহিত করা হয় । এছাড়া ও পেট্রোলিয়াম বিভাগ জ্বালানি সেক্টরের রিফুয়েলিং স্টেশনসমূহকে লাইসেন্সের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

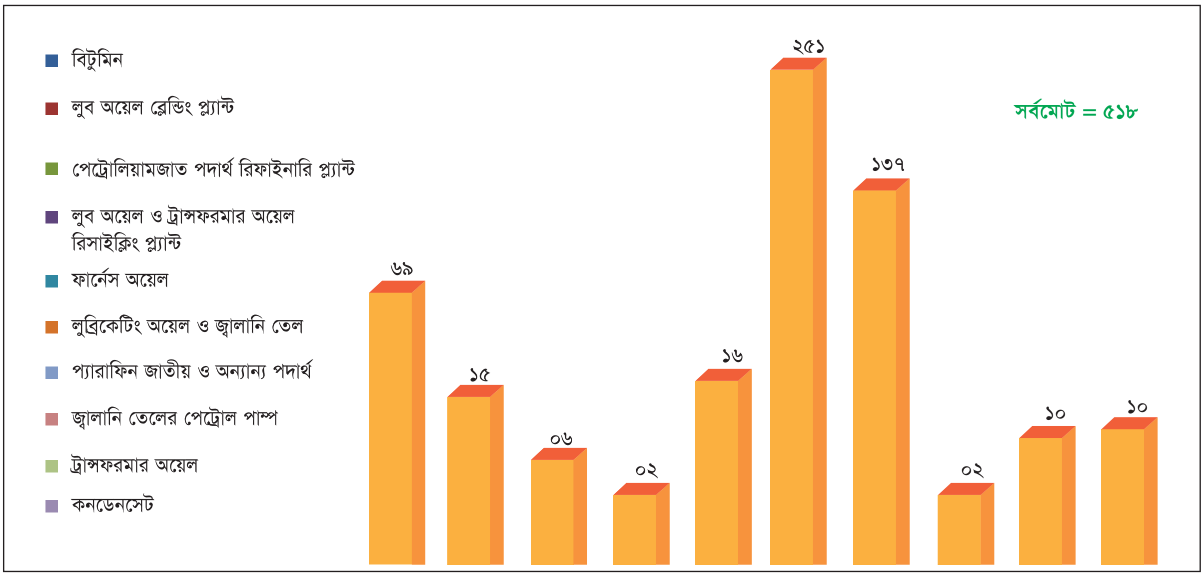

লেখচিত্র-৪: ২০১২-১৩ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স

আইন ও বিধি অনুবিভাগ

আইন ও বিধি অনুবিভাগের কার্যক্রম

প্রবিধান প্রণয়ন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ৫৯ ধারা অনুসারে কমিশনকে প্রবিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী কমিশন ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত প্রবিধান প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	গেজেটে প্রকাশের তারিখ
০১	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধানমালা, ২০০৪	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
০২	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধানমালা, ২০০৪	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
০৩	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬
০৪	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
০৫	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
০৬	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
০৭	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
০৮	Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014.	২২ জানুয়ারি ২০১৪
০৯	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	০৭ জুন ২০১৬
১০	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	০৭ জুন ২০১৬

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন প্রবিধানসমূহ

ক্রমিক	শিরোনাম
০১.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ পরিবহন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা
০২.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ খুচরা ট্যারিফ) প্রবিধানমালা
০৩.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা
০৪.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (ইলেক্ট্রিসিটি ইউনিফর্ম সিস্টেম অব একাউন্টস) প্রবিধানমালা (প্রভিশনালী ইউটিলিটিগুলোতে চালু করা হয়েছে)
০৫.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড) প্রবিধানমালা (প্রভিশনালী ইউটিলিটিগুলোতে চালু করা হয়েছে)
০৬.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোড) প্রবিধানমালা
০৭.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং নিরাপত্তা কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড) প্রবিধানমালা
০৮.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানি ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা
০৯.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সভার কার্যপদ্ধতি) প্রবিধানমালা
১০.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (শুনানি) প্রবিধানমালা
১১.	Bangladesh Energy Regulatory Commission (Feed in Tariff for Wind and Solar Electricity) Regulations
১২.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (জরিমানা ও অপরাধ হিসেবে গণ্যকরণ) প্রবিধানমালা
১৩.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (চেয়ারম্যান ও সদস্যের পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি ও চাকুরির শর্তাবলী) প্রবিধানমালা

বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ৪০ ধারা অনুযায়ী কমিশন লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করার নিমিত্ত কমিশন আইনের ৫৯(৩) ধারা অনুসরণপূর্বক কমিশন ২২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 এর গেজেট প্রকাশ করেছে। এ প্রবিধানমালার আলোকে কমিশন সালিশী কার্যক্রম শুরু করে। অর্থবছর ভিত্তিক বিরোধ নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

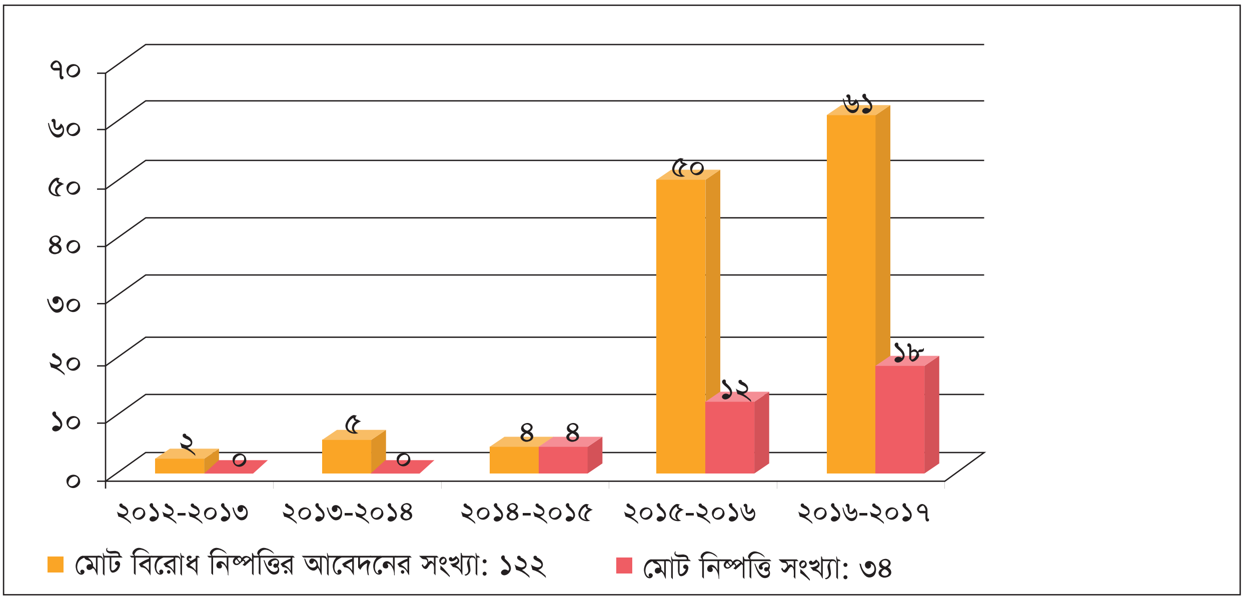

লেখচিত্র-৫: অর্থবছরভিত্তিক প্রাপ্ত আবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তি

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিশন নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার লক্ষ্যে কমিশন একটি সুষম পরিকল্পনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশন নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করে। ৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখ Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settelment Regulations 2017 এর খসড়া চূড়ান্তকরণ এবং ৪ মে ২০১৭ তারিখ বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইনস, ২০১৭ এর খসড়া
চূড়ান্তকরণ বিষয়ে দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কমিশন কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা

নিজস্ব ভবন নির্মাণ ও টেস্টিং ইন্সটিটিউট স্থাপন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ-৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নিজস্ব ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এনার্জি সাশ্রয়ী আধুনিক সুযোগ সম্বলিত একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন, বিতরণ পর্যায়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসমূহের গুণগত মাননির্ধারণ করা কমিশনের দায়িত্ব। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের Up-System loss এবং down System এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসমূহের
গুণগত মাননিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ে System loss কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। চাহিদাকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অধিকাংশ বেসরকারি উদ্যোগে আমদানী হচ্ছে। আমদানীকৃত এ সকল সামগ্রীর গুনগতমান যথাযথ কিনা এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মাননিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বিইআরসি'র অধীনে টেস্টিং ল্যাবরেটরী/টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বাচলে সরকার কর্তৃক কমিশনের অনুকূলে একটি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

কমিশনের কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ই-লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে Tech Vista নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিশন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও কমিশনে ই-নথি কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অতিশীঘ্রই ই-নথির কার্যক্রম শুরু করা হবে।

ই-লাইসেন্সিং চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Power Cell এর মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development II (RERED II) প্রকল্পের বিশেষ অংশ বিইআরসিতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পে বর্তমানে দুই জন পরামর্শক আইন এবং অর্থ ও হিসাব পদে কর্মরত রয়েছেন।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

ট্যারিফ অনুবিভাগ

ট্যারিফ অনুবিভাগের কার্যক্রম

ট্যারিফ নির্ধারণ

কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা/কোম্পানীর পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ, সঞ্চালন কোম্পানীর সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং বা ট্রান্সমিশন চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে। এছাড়া কমিশন গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানীর সঞ্চালন ট্যারিফ (ট্রান্সমিশন চার্জ), গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর বিতরণ ট্যারিফ (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ নির্ধারণ করে। সংস্থা/কোম্পানীসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন বিগত বছরগুলোতে ট্যারিফ সমন্বয় করেছে।

গ্যাস কোম্পানীসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গণশুনানির মাধ্যমে কমিশন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ গ্যাসের ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণ করে আদেশ জারী করেছে। এছাড়াও উক্ত আদেশের মাধ্যমে ০১ মার্চ ২০১৭ তারিখ থেকে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেডের (জিটিসিএল) ট্রান্সমিশন চার্জ এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেডের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের বর্ধিত মূল্যহার থেকে সংগৃহিত অর্থ 'সাপোর্ট ফর শর্টফল' খাতে জমা করা হবে এবং গ্যাসের উৎপাদন, ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন খাতের রাজস্ব ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করা হবে।

গণশুনানি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সাথে আলোচনার মাধ্যমে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে কমিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তাদের প্রতিনিধির মতামত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে।

জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভোক্তা প্রতিনিধির মতামত ব্যতিত কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানির বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে।

২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত গণশুনানি

কমিশনের অর্জন

কমিশনের অর্জন

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন

তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে দেশীয় কোম্পানীসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য অর্থসংস্থান এবং জরুরী প্রয়োজনে কূপ খনন করার জন্য গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ১১.২২% বৃদ্ধির মাধ্যমে ০১ আগষ্ট ২০০৯ তারিখ কমিশন আদেশের মাধ্যমে ‘গ্যাস উন্নয়ন তহবিল’ গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৪৯০.০০ কোটি টাকা এবং ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৯,১৮৫.৯৫ কোটি টাকা। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে অর্থবছরভিত্তিক সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ:

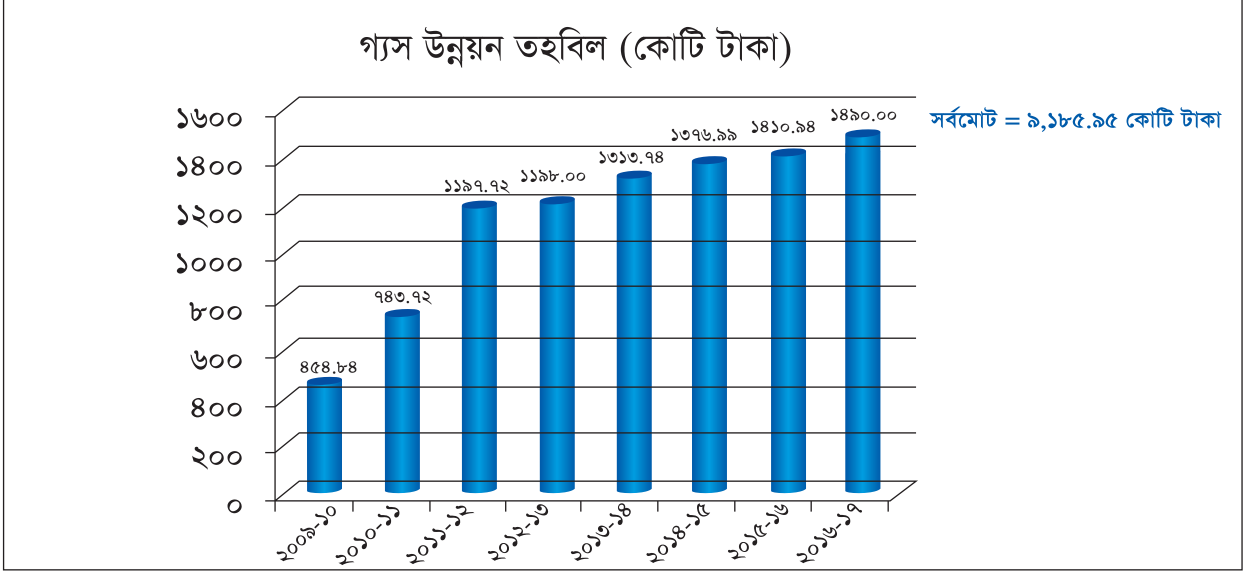

লেখচিত্র-৬ : অর্থবছরভিত্তিক গ্যাস উন্নয়ন তহবিল জমাকৃত অর্থ

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা অনুযায়ী তহবিলে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা হয়। এ তহবিলের অর্থায়নে প্রায় ২,৯৫৭.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্তমানে ১৭ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহ ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। তহবিলের অর্থায়নে প্রায় ২৪৫০.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ৫টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যোগ হবে।

বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিউবো) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' (০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর) গঠন করে। এ ফান্ডে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ ১,৩২৩.০০ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সংগৃহীত সর্বমোট ৫,৯৬২.৫৪ কোটি টাকা। এ ফান্ডে অর্থবছরভিত্তিক সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ:

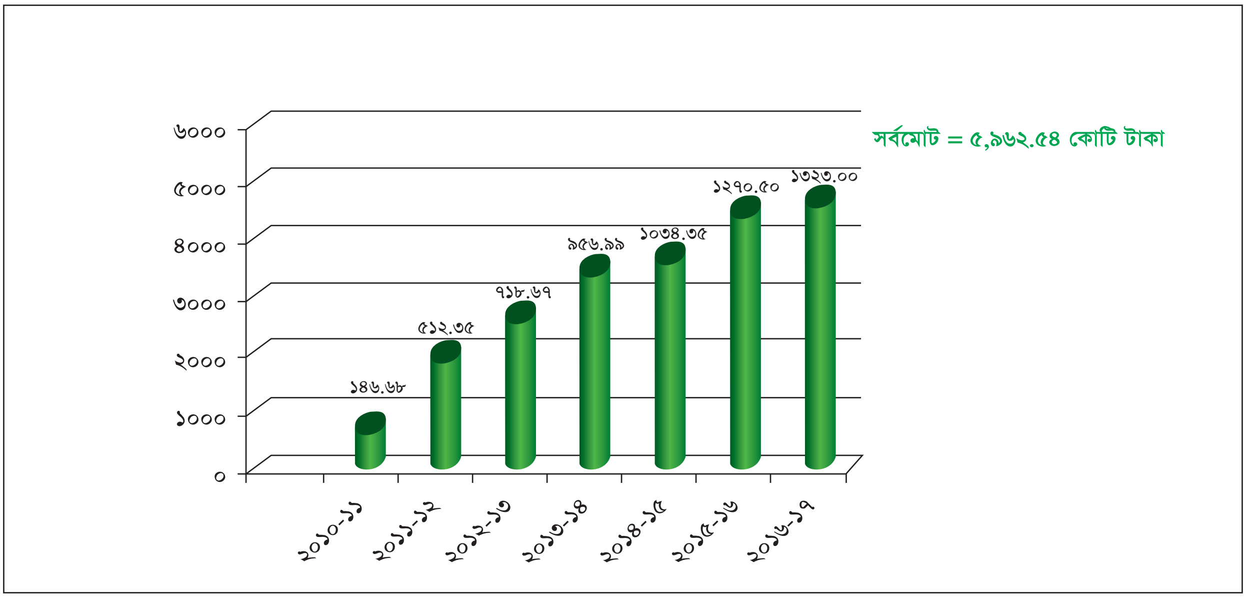

লেখচিত্র -৭: বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডে অর্থবছরভিত্তিক জমাকৃত অর্থ (কোটি টাকায়)

কমিশন কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিউবো) বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স, ২০১২ মোতাবেক এ ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। উক্ত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স মোতাবেক এ ফান্ডের অর্থ দ্বারা জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলীর আওতায় বিউবোরর মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও Balancing, Modernization, Rehabilitation (BMR) করা, গ্যাসভিত্তিক পুরাতন প্ল্যান্টের স্থলে নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন, Least Cost ভিত্তিতে দ্রুত বিদ্যুৎ জেনারেশন বৃদ্ধি করা, গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন দক্ষ জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা এবং ন্যূনতম ১ (এক) মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিড সংযুক্ত (Grid-tied) সৌর ও বায়ু শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

ক্র.নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/কোম্পানী	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	অর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১	বিবিয়ানা গ্যাস বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিউবো	৩৮৩.৫১	২৫০৮.৪৫
২	ঠাকুরগাঁও ৫ মেগাওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিডে সংযুক্ত সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিউবো	৫	৭১.১২
৩	কনভারশন অব সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট জি টু জি ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিউবো	৭৫	৭৬০.০০
৪	কন্সট্রাকশন অব শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিউবো	১০০	৮৮৮.৮৩
৫	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নওপাজেকো/ বিসিপিসিএল	১৩২০	১১৮৪.০০

ছক ৩: বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডের অর্থায়নে অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণ

এ ফান্ডের অর্থায়নে ইতোমধ্যে বিউবো কর্তৃক বিবিয়ানায় ৩৮৩.৫১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। বিবিয়ানা প্রকল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপর:

প্ল্যান্টের ধরণ	গ্যাস বেইজ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট
ক্যাপাসিটি	৩৮৩.৫১ মেগাওয়াট
প্ল্যান্ট লোকেশন	বিবিয়ানা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
প্রকল্প ব্যায় (প্রাক্কলিত)	২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা
প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়কাল	২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর
বাৎসরিক নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৬৮.৭৬ কোটি কি.ও.ঘ. (৮০% প্ল্যান্ট ক্যাপাসিটি)
গড় উৎপাদন খরচ	১.১৫ টাকা/কি.ও. ঘ.

ছক-৪: বিবিয়ানা প্রকল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং জ্বালানি খাতের উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের বর্ধিত মূল্যহার হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে জারীকৃত আদেশে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল অব্যাহত রাখা হয়েছে। উক্ত তহবিলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ ২,৮০০.০০ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সর্বমোট ৫,২২৫.১৬ কোটি টাকা।

কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সংগৃহিত অর্থ গ্যাস বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ কর্তৃক পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হচ্ছে। কমিশন আদেশ অনুযায়ী উক্ত তহবিলের বিনিয়োগ রূপরেখা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য প্রবর্তিত লাইফ-লাইন মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা

১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ জারীকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে বিল মাস মার্চ ২০১৪ থেকে কার্যকর করে দেশে প্রথমবারের মত লাইফ-লাইন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকোর ক্ষেত্রে লাইফ-লাইন মূল্যহার ৩.৩৩ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ৩.৩৬ - ৩.৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ.। লাইফ-লাইন দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের সক্ষমতা ও ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা করে ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশে লাইফ-লাইন মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বাপবিবো/পবিস এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের মধ্যে লাইফ-লাইন মূল্যহারের ভিন্নতা সম্পর্কে কমিশন অবহিত রয়েছে এবং আগামীতে এ মূল্যহারের সমতা আনয়নের বিষয়টি কমিশন সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

সারাদেশে আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপ (১-৭৫ ইউনিট) মূল্যহারে সমতা আনয়ন

২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে সারাদেশের আবাসিক শ্রেণির মূল্যহারে সমতা আনয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বে আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকোর ক্ষেত্রে মূল্যহার ছিল ৩.৩৩ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং বাপবিবো ক্ষেত্রে পবিসভেদে ৩.৩৬ - ৩.৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ.। ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে সারাদেশের জন্য আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপের মূল্যহার ৩.৮০ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারাদেশে সেচ শ্রেণির মূল্যহারে সমতা আনয়ন

২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে সারাদেশের সেচ শ্রেণির মূল্যহারে সমতা অনয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বে সেচ শ্রেণির ক্ষেত্রে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকোর মূল্যহার ছিল ২.৫১ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং বাপবিবো ক্ষেত্রে পবিসভেদে ৩.৩৯ - ৩.৯৬ টাকা/কি.ও.ঘ.। ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে সারাদেশের জন্য সেচ শ্রেণির মূল্যহার ৩.৮২ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হয়েছে।

২৩০ কেভি লেভেলে খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ

ভোক্তাদের চাহিদা এবং বিউবোর আবেদনের প্রেক্ষাপটে ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশের মাধ্যমে বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে বিউবোর বিতরণ অঞ্চলসমূহের জন্য অতিউচ্চচাপ সাধারণ ব্যবহার (২৩০ কেভি) নামে একটি নতুন সর্বোচ্চ লেভেলের গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং

'বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতিমালা, ২০০৮' এর আওতায় বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য ফার্নেস অয়েল, দ্বৈত জ্বালানি (গ্যাস ও ফার্নেস অয়েল), গ্যাস এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কমিশন বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং পদ্ধতি চালু করেছে। বেঞ্চমার্ক প্রাইসিংয়ের মাধ্যমে আগ্রহী বিনিয়োগকারীবৃন্দ বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করার পূর্বেই ইনডিকেটিভ প্রাইস (indicative price) জানতে পারবে এবং তাদের বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত কিনা যাচাই করতে পারবে ।

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি বিবেচনা করে কমিশন ট্যারিফ আদেশে কৃষি খাতকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কমিশন সবসময়ই শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে আসছে।

সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) কর্তৃক অসচ্ছল পবিসে ক্রস-সাবসিডি

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহকপ্রতি বিদ্যুতের ব্যবহার তুলনামূলক কম ইত্যাদি কারণে পবিসসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। সকল পবিসের আর্থিক অবস্থাও একরূপ নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার পবিসসমূহের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সরকারের দায়িত্ব এবং এ লক্ষ্যে সরকার পল্লী বিদ্যুৎ কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দিয়ে আসছে। পাশাপাশি কমিশনও রেগুলেটরী সহায়তার মাধ্যমে পবিসসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার সমন্বয় করে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখ জারিকৃত বিইআরসি আদেশ নং : ২০০৮/১ এর মাধ্যমে পবিসসমূহের জন্য ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টির লক্ষে রেয়াতিহারে পাইকারি মূল্যহার নির্ধারণের সূচনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশন শহর এলাকায় বিতরণ কোম্পানীগুলোর পাইকারি মূল্যহার তুলনামূলকভাবে একটু বেশী এবং পল্লী এলাকাভিত্তিক কোম্পানী/সমিতিগুলোর পাইকারি মূল্যহার একটু কম ধার্য করে আসছে। এ কারণে যে সমস্ত পবিস লাভ করেছে তার একটা অংশ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা হয়। সচ্ছল পবিসসমূহের নিকট থেকে রেয়াতি মূল্যহার বাবদ অর্থ গ্রহণ এবং প্রাপ্ত অর্থ অস্বচ্ছল পবিসসমূহের মধ্যে বণ্টনের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রণীত প দ্ধতি মোতাবেক ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত লাভজনক পবিসসমূহের বাৎসরিক লাভের ৭৫% ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা দেয়ার বিধান ছিল। পরবর্তীতে ০১ জুলাই ২০১৪ তারিখে উক্ত পদ্ধতি সংশোধন করে যে সকল সমিতির সক্ষমতা বেশী তাদেরকে অধিক হারে উক্ত তহবিলে অর্থ জমা দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংশোধিত পদ্ধতি মোতাবেক লাভজনক পবিসসমূহ কর্তৃক নিম্নোক্ত হারে ক্রস-সাবসিডি তহবিলে অর্থ জমা প্রদান করা হচ্ছে:

মার্জিন সীমা	তহবিলে জমার হার
০-১০ কোটি	০.০০%
পরবর্তী ৪০ কোটি	৮০.০০%
পরবর্তী ৫০ কোটি	৮২.৫০%
অবশিষ্ট অর্থ	৮৫.০০%

ছক-৫ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত লাভজনক পবিসসমূহের লাভের অংশ ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা প্রদানের হার

সচ্ছল পবিসসমূহ কর্তৃক এ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক অসচ্ছল সমিতিসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সচ্ছল সমিতিগুলো ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত ৩,৮৮৪.৮৭ কোটি টাকা এ তহবিলে যোগান দেয় এবং অসচ্ছল সমিতিগুলোকে এ অর্থ বণ্টন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০৯ (নয়) টি সচ্ছল সমিতি এ তহবিলে ৮৬১.৬২ কোটি টাকা যোগান দিয়েছে, যা ৫৮টি অসচ্ছল সমিতির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো সম্ভব । এ লক্ষ্যে কমিশন জ্বালানি বা এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রেখেছে। বিইআরসি কর্তৃক প্রণীত ছকে এনার্জি অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণের জন্য বিভিন্ন কোম্পানীকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিউবো'র তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতোমধ্যে বিইআরসি প্রদত্ত ছকে এনার্জি অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণ করেছে। ইউএসএইড (USAID) এর অর্থায়নে পাওয়ার প্লান্টের এনার্জি অডিট এবং ডেভেলপমেন্ট ম্যানুয়্যাল (Energy Audit Manual) প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সী বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরি কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩ , ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ লস ১০.০৬%, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লস ৩.২৩% এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ লস ২.৭৫%। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস একক ডিজিটে নামিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণের সময় যৌক্তিক পর্যায়ে সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয়, যাতে ভোক্তার ওপর অহেতুক সিস্টেম লসের বোঝা না বর্তায়। বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরি কার্যক্রম বিদ্যুৎ বিভাগের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এতে বিগত ৮ বছরে বিদ্যুতের বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ৪.২৭% হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কমিশনের রেগুলেটরি কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালুকরণ

সকল বিদ্যুৎ লাইসেন্সীর জন্য কমিশন অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। উক্ত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিউবো, পিজিসিবি, বাপবিবো/পবিস, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকো-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সকল বিদ্যুৎ ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি কম্পিউটারাইজ্ড করার জন্য কমিশন উদ্যোগ নিয়েছে।

ফিড-ইন-ট্যারিফ ও কো-জেনারেশন প্রবিধানমালা প্রণয়ন

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে এনার্জি আহরণে বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফিড-ইন-ট্যারিফ রেগুলেশন প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন উদ্যোগ নিয়েছে। বিইআরসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং The Asia Foundation এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) অনুযায়ী বায়ুভিত্তিক এবং ইউটিলিটি ও রুফ-টপ স্কেলে সোলার পিভিভিত্তিক ফিড-ইন ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য নিমিত্ত ভারতের Idam Infrastructure Advisory Private Limited কর্তৃক সমন্বিত আকারে খসড়া 'Bangladesh Energy Regulatory Commission (Feed in Tariff for Wind and Solar Electricity) Regulations, 2015' প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত খসড়া প্রবিধানমালাটি বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী চূড়ান্ত করতঃ সরকারি গেজেটে প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়াও শিল্প/কলকারখানায় জ্বালানি ব্যবহারের বিভিন্ন স্তরে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার হ্রাস করে ওয়েস্ট হিট ও ওয়েস্ট ষ্টীমসহ অন্যান্য এনার্জি/ বাইপ্রোডাক্ট ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কো-জেনারেশন রেগুলেশনের খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি শিল্প ক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যবহার থেকে ওয়েস্ট এনার্জি/বাই-প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে তার পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন শিল্প/কলকারখানা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণের অভিন্ন ফরম্যাট প্রণয়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদন (বাল্ক), সঞ্চালন এবং বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী কর্তৃক কমিশনে দাখিল করা আবশ্যক। এছাড়া ও অভিন্ন ফরম্যাটে রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণপূর্বক তা ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনের সাথে দাখিল করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন (বাল্ক), সঞ্চালন এবং বিতরণ (খুচরা) পর্যায়ে ট্যারিফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণের ফরম্যাট নির্ধারণপূর্বক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণ অভিন্ন ফরম্যাট (বিদ্যুৎ) আদেশ ২০১৬ চূড়ান্ত করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনের সময় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করা হয় । এছাড়া ওয়েভার লাইসেন্সে ধোঁয়া (Smoke) ও শব্দ দূষণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখার শর্ত আরোপ করা হচ্ছে।

ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে আউটরীচ কর্মসূচি

রেগুলেটরী কমিশনের কার্যক্রম একটি নতুন ধারণা। ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য।

জ্বালানি খাতের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করাও যেমন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের দায়িত্ব তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা, ভোক্তাদের অধিকার, সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তৃণমূল পর্যায়ে আউটরীচ প্রোগ্রামের আয়োজন করছে। সভায় তৃণমূল পর্যায়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় সেবারমান সম্পর্কে ভোক্তাদের মন্তব্য এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এবং অন্যান্য ইউটিলিটির কর্মকর্তাবৃন্দ সরাসরি অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জবাব প্রদান করেন। উল্লিখিত কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য ভোক্তা, সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রশাসনের মাঝে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলা এবং উদ্ভূত সমস্যার সুরাহায় সকল পক্ষের মধ্যে একটি অর্থবহ সংলাপের আবহ সৃষ্টি করা। এছাড়াও ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মালিকানাবোধ সৃষ্টি হলে ইউটিলিটিগুলোর সহায় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ পর্যন্ত কমিশন হতে ১৮টি আউটরীচ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে।

অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ

অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৪ ধারা মোতাবেক একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ২৭ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। এ আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে (ধারা ১৭-২১) কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন) এর ৫৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী উল্লেখিত আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ১৯, ২০, ২১ এবং ৫৯(ঞ) মোতাবেক কমিশন কর্তৃক প্রণীত "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪" এবং ১৭ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রণীত দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ প্রবিধান "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪" অনুযায়ী কমিশনের আর্থিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই তহবিল প্রবিধান ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়।

অর্থ ও হিসাব বিভাগের বিদ্যমান জনবল

অর্থ ও হিসাব বিভাগের ০৮ (আট) জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় কমিশনের কার্যক্রম শুরুর প্রথম অবস্থা থেকেই ১ জন পরিচালকের (অর্থ ও হিসাব) অধীন ১ জন উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব), ২ জন সহকারী পরিচালক যথাক্রমে সহকারী পরিচালক (হিসাব) ও সহকারী পরিচালক (অর্থ) এবং ১ জন হিসাব সহকারী/ক্যাশিয়ারের সমন্বয়ে অর্থ ও হিসাব বিভাগের সকল কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে।

কমিশনের তহবিল গঠন

২৭ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ১৭(১) ধারার অধীন প্রণীত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনত তহবিল প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৫ অনুযায়ী কমিশনের তহবিল হিসাবে বিবেচিত বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) কমিশন কর্তৃক ঋণ গ্রহণ

প্রতিষ্ঠা থেকে এ যাবত কমিশন কোন প্রকারের ঋণ গ্রহণ করেনি।

(খ) কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস / চার্জ

কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ বাবদ প্রাপ্ত উৎসসমূহ যথা-লাইসেন্স ফি, আবেদন ফি, ফরম ও সিডিউল বিক্রয়, সিস্টেম অপারেশন ফি এবং আরবিট্রেশন ফি, প্রশাসনিক ফি এবং শুনানি ফি বাবদ বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে লাইসেন্স ফি, আবেদন ফি এবং ফরম ও সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থই এ যাবত নিয়মিতভাবে কমিশনের তহবিলে জমা হচ্ছে এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে কমিশনের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কমিশনের তহবিলে অর্থ প্রাপ্তির প্রধান উৎস বা মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৩ অর্থবছরে কমিশনের তহবিলে জমাকৃত নিজস্ব উৎসে প্রাপ্ত সর্বমোট অর্থের পরিমাণ ছিল ১৬৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা যা কমিশনের তহবিলে জমাকৃত সর্বমোট ২১৫ কোটি ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার বিপরীতে সর্বোচ্চ ৭৬.৬০ ভাগ। অর্থাৎ কমিশনের তহবিলে এ যাবত জমাকৃত অর্থের সিংহভাগই জমা হচ্ছে কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ বাবদ প্রাপ্ত উৎসসমূহ থেকে।

২০০৩-০৪ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনের খাত ভিত্তিক প্রাপ্ত/জমাকৃত আয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত নীট অনুদান	২৯৭.৫৩	১.৪%
লাইসেন্স ফি	১৩,৪৭১.১৬	৬২.৬%
আবেদন ফি	১,৪৯৭.৫২	৭%
সিস্টেম অপারেশন ফি	১,৩৮৬.৯৫	৬.৪%
ব্যাংক হিসাব: এসএনডি হিসাবের প্রাপ্ত সুদ	৬৭৬.২	৩.১%
ব্যাংকে এফডিআর তহবিলের প্রাপ্ত সুদ	৪,০৫৬.৬৩	১৮.৯%
ফরম/সিডিউল বিক্রয়, আরবিট্রেশন ফি, এডমিন ফি, শুনানি ফি, বিবিধ	১২৪.৭৮	০.৬%
খাত ভিত্তিক প্রাপ্ত/জমাকৃত আয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়)	**২১,৫১০.৭৭০**	**১০০%**

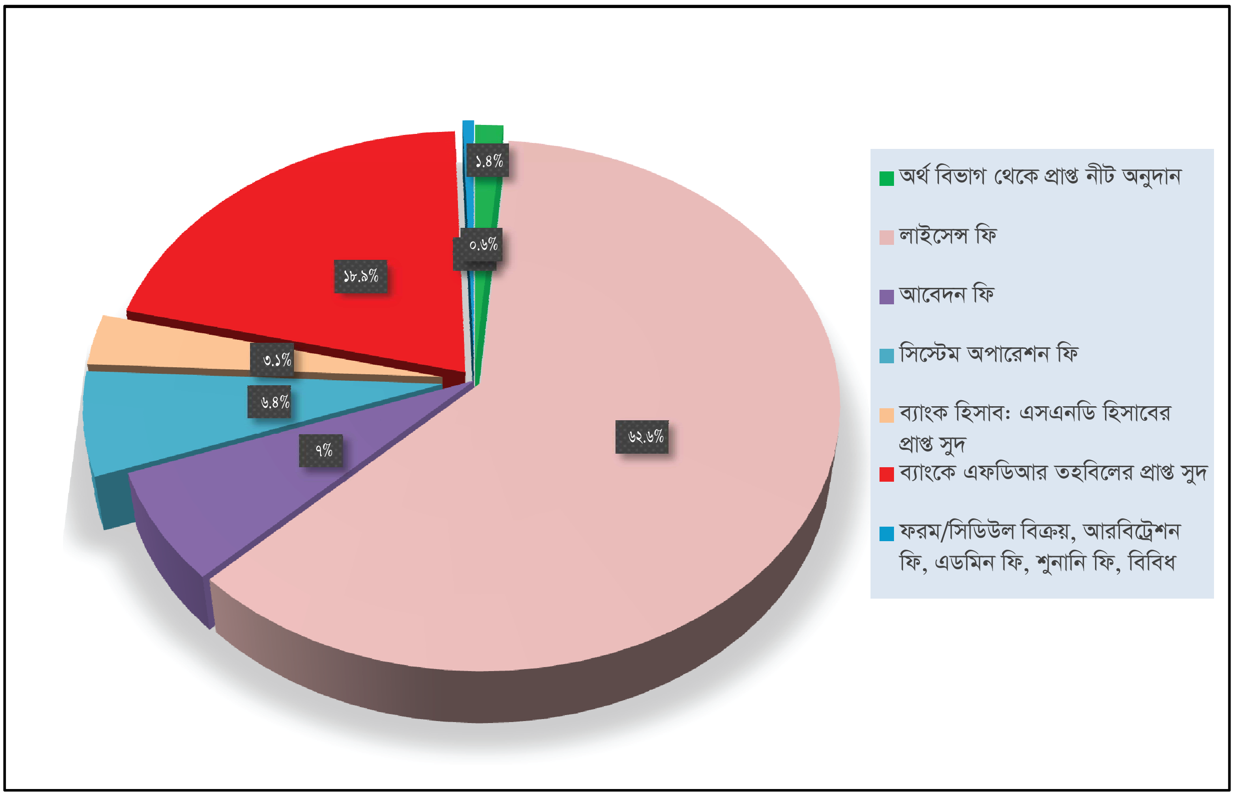

গ. অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ

কমিশনের তহবিলে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ বুঝাতে কমিশন আইন অনুয়াযী যথাক্রমে (ক) কমিশনের তহবিল পরিচালনার জন্য এসএনডি একাউন্টের বিপরীতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ (খ) কমিশনের নিজস্ব উৎস থেকে অর্জিত উদ্বৃত্ত তহবিল বিভিন্ন ব্যাংকে মেয়াদী আমানত হিসেবে বিনিয়োগে সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং (গ) বিবিধ আনুষাঙ্গিক খাতে প্রাপ্ত অর্থের কথা বলা হয়েছে। অন্যকোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত সর্বমোট অর্থ ৪৭ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা যা কমিশনের তহবিলে জমাকৃত টাকার বিপরীতে সর্বোচ্চ ২২.০০ ভাগ।

উপরের বর্ণিত মোট ৪টি নির্ধারিত উৎসের মধ্যে ৩টি উৎস থেকে কমিশনের তহবিলে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৪ (চৌদ্দ) অর্থবছরে সর্বমোট জমা বা প্রাপ্তির পরিমাণ হচ্ছে (২,৯৭,৫৩,০০০/- + ১৬৪,৮০,৪১,০০০/- + ৪৭,৩২,৮৩,০০০/-) সর্বমোট ২১৫ কোটি ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

কমিশনের আয়-ব্যয় এবং উদ্ধৃত্ত তহবিল

২০০৩-০৪ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত নিম্নে সারণী ১ এ উপস্থাপিত কমিশনে খাতভিত্তিক প্রাপ্ত আয়ের হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কমিশন আইন, ২০০৩ এর অনুচ্ছেদ নং ১৭(গ) অনুযায়ী ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকেই কমিশনের নিজস্ব উৎস হতে রাজস্ব অর্থায়ন প্রবাহ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলস্বরূপ ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত অর্থবিভাগ বা অন্যকোনো সূত্র থেকে কোনো প্রকারের অনুদান, সহায়তা বা ঋণ গ্রহণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাই কমিশন তহবিল পরিচালনা এবং অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় নির্বাহ করে আসছে।

অর্থবছর	মোট আয়			মোট ব্যয়			মোট উদ্বৃত্ত আয়		
	অনুদান হতে প্রকৃত প্রাপ্তি	নিজস্ব উৎস	সর্বমোট	অনুদান থেকে	নিজস্ব উৎসে প্রাপ্ত অর্থ থেকে	সর্বমোট ব্যয়	অনুদান থেকে	নিজস্ব উৎসে প্রাপ্ত অর্থ থেকে	সর্বমোট উদ্বৃত্ত আয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৩-০৪	৩৪.৫৬	০.০১	৩৪.৫৭	৩৪.৫৬	০	৩৪.৫৬	০	০.০১	০.০১
২০০৪-০৫	৫০.৫১	২৮.৫৬	৭৯.০৭	৫০.৫১	১৩.৭১	৬৪.২২	০	১৪.৮৫	১৪.৮৫
২০০৫-০৬	৫৪.১৯	৮০.৫৭	১৩৪.৭৬	৫৪.১৯	১৯.২৭	৭৩.৪৫	০	৬১.৩০	৬১.৩৫
২০০৬-০৭	৭৭.৭০	১৪০.১৩	২১৭.৮৩	৭৭.৭০	৬২.৮৬	১৪০.৫৭	০	৭৭.২৭	৭৭.২৭
২০০৭-০৮	৮০.৫৭	৩৪১.২৪	৪২১.৮১	৮০.৫৭	৮৩.০২	১৬৩.৫৯	০	২৫৮.২২	২৫৮.২২
২০০৮-০৯	০	১৬৫৭.৮৪	১৬৫৭.৮৪	০	৩১০.০১	৩১০.০১	০	১৩৪৭.৮৩	১৩৪৭.৮৩
২০০৯-১০	০	১৩০০.৩৫	১৩০০.৩৫	০	২৯৮.২২	২৯৮.২২	০	১০০২.১৩	১০০২.১৩
২০১০-১১	০	১২৯৯.৮৬	১২৯৯.৮৬	০	২৯১.৬৬	২৯১.৬৬	০	১০০৮.২০	১০০৮.২০
২০১১-১২	০	১৮৬০.২৮	১৮৬০.২৮	০	৩০৭.১০	৩০৭.১০	০	১৫৫৩.১৮	১৫৫৩.১৮
২০১২-১৩	০	২৪৮৩.৭২	২৪৮৩.৭২	০	৮৪৬.৬৩	৮৪৬.৬৩	০	১৬৩৭.০৯	১৬৩৭.০৯
২০১৩-১৪	০	২৩৭৮.৭৮	২৩৭৮.৭৮	০	৫৯৭.৫৭	৫৯৭.৫৭	০	১৭৮১.২১	১৭৮১.২১
২০১৪-১৫	০	৩০৬১.৭৯	৩০৬১.৭৯	০	৭২৮.১১	৭২৮.১২	০	২৩৩৩.৬৮	২৩৩৩.৬৭
২০১৫-১৬	০	৩৬১৭.৩০	৩৬১৭.৩০	০	৭৯৯.৭৩	৭৯৯.৭৩	০	২৮১৭.৭৯	২৮১৭.৭৯
২০১৬-১৭	০	২৯৬২.৮১	২৯৬২.৮১	০	১১১৩.৪২	১১১৩.৪২	০	১৮৪৯.৩৯	১৮৪৯.৩৯
মোট	২৯৭.৫৩	২১২১৩.২৪	২১৫১০.৭৭	২৯৭.৫৩	৫৪৭১.৩১	৫৭৬৮.৮৫	০	১৫৭৪২.১৫	১৫৭৪২.১৫

ছক ৬ : ২০০৩-০৪ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনের আয়, ব্যয় এবং উদ্ধৃত্ত অর্থের বিবরণী

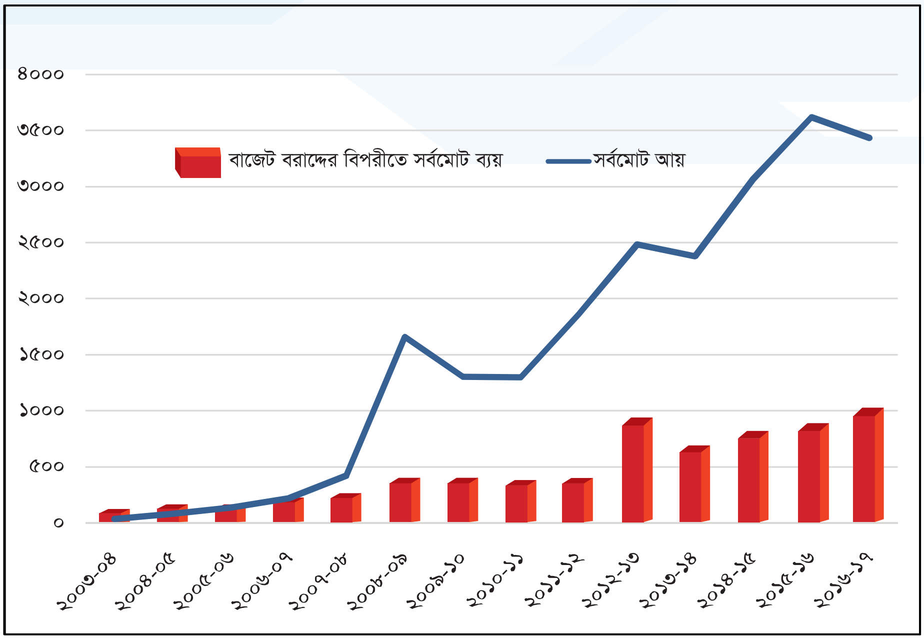

২০০৩-০৪ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনের আয় ও ব্যয়ের প্রবনতা

২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৪টি অর্থবছরে কমিশনের আয়ের পরিমান ছিল ২১৫, কোটি ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার) টাকা। এ আয়ের মধ্যে রয়েছে ২০০৩-০৪ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত অর্থবিভাগ থেকে বাজেট অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বাবদ মোট ২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫৩ হাজার) টাকা এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত মোট ২১২ কোটি ১৩ লক্ষ ২৪ হাজার) টাকা।

কমিশনের তহবিলে দৈনন্দিন প্রাপ্ত অর্থ এসএনডি একাউন্টেই প্রাথমিকভাবে জমা হয় এবং অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ, প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরীর ভিত্তিতে সকল দাবী এসএনডি একাউন্ট থেকেই পরিশোধ করা হয়। গত ১৪ অর্থবছরে অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে কমিশনের সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৫ হাজার) টাকা। ফলে আয়ের বিপরীতে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট (২১৫,১০,৭৭,০০০- ৫৭,৬৮,৮৫,০০০) = টাকা ১৫৭ কোটি ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার) টাকা কমিশনের তহবিলে উদ্বৃত্ত আছে। অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ অনুয়াযী প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল ব্যয় দাবী মিটানোর পর কমিশনের তহবিলে থাকা উদ্বৃত্ত অর্থ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে প্রতি অর্থবছরেই নিয়মিত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

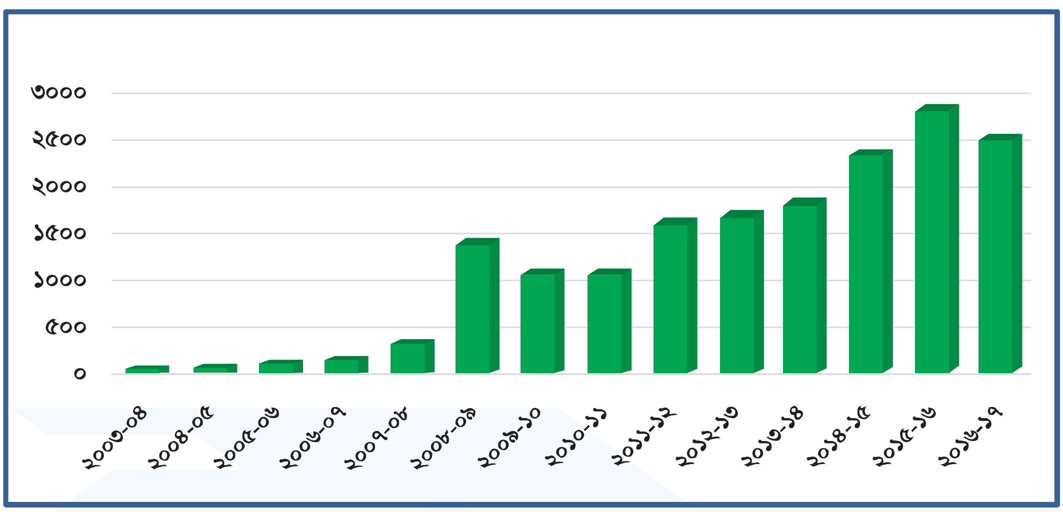

বছরভিত্তিক উদ্বৃত্ত আয় (লক্ষ টাকায়)

AUDITOR'S REPORT
and
FINANCIAL STATEMENTS
OF
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION
For The Year Ended 30 June 2017

AUDITOR'S REPORT
TO
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

We have audited the accompanying Financial Statements of BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION (BERC) for the year ended 30 June 2017 which comprise the Statement of Financial Position, the Statement of Comprehensive Income and a summary of significant accounting policies and other explanatory information disclosed in note thereof.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing (BSA), those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in these circumstances, but not for the purpose of expressing and giving opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying Financial Statements prepared in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), give a true and fair view of the Commission as on 30 June 2017 and of the results of its operations for the year then ended and comply with the relevant provisions of the Bangladesh Energy Regulatory Commission Act, 2003 and other applicable laws and regulations.

We also report that

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Commission so far as it appeared from our examination of those books ;

(c) The Commission's Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns; and

(d) The expenditure incurred and payments made were for the purpose of the Commission's activities for the year.

Dated : Dhaka
30 October 2017

Rahman Mustafiz Haq & Co.
Chartered Accountants.

Bangladesh Energy Regulatory Commission

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As on 30 June 2017

		Notes	2016-2017 Taka	2015-2016 Taka
	APPLICATION OF FUND:			
A	**NON CURRENT ASSETS:**			
	Fixed Assets	4	75,313,556	58,397,169
	Investment in FDR	5	1,398,049,419	1,355,286,758
			1,473,362,975	**1,413,683,927**
B	**Current Assets:**			
	Advance Against Expenses	6	4,374,713	3,040,266
	Interest Receivable on FDR		25,520,667	30,269,043
	Cash and Bank Balances	7	214,832,615	63,053,715
			244,727,995	**96,363,024**
C	**Less: Current Liabilities:**			
	Creditors for Expenses	8	2,188,536	2,707,750
	General Provident Fund	9	1,564,782	2,935,892
			3,753,318	**5,643,642**
D	**Net Current Assets (B-C)**		**240,974,677**	**90,719,382**
E	**Total Assets (A+D)**		**1,714,337,652**	**1,504,403,309**
	SOURCE OF FUND:			
F	**Capital Fund**		9,623,496	9,623,496
G	**TA Project**	12	17,821,829	17,821,829
H	**Reserve Fund:**			
	Balance of Income & Expenditure Account		1,686,892,327	1,476,957,984
	Total Equity (F+G+H)		**1,714,337,652**	**1,504,403,309**

The accompanying notes form an integral part of these Financial Statements.

Sd-
Director
(Finance and Accounts)
BERC

Sd-
Member
BERC

Sd-
Chairman
BERC

Dated : Dhaka
30 October 2017

Rahman Mustafiz Haq & Co.
Chartered Accountants.

Bangladesh Energy Regulatory Commission

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For The Year Ended 30 June 2017

	Notes	2016-2017 Taka	2015-2016 Taka
A INCOME			
License Fees		166,955,615	184,143,200
System Operation Fees		43,293,075	81,269,824
Dispute Settlement Fees		3,184,338	-
Interest on FDR	10	68,154,964	79,809,782
Sale of Tender schedules & Application Forms		-	263,500
Application fees		8,541,930	6,743,025
Bank Interest on SND/CA	11	5,614,233	7,375,120
Other Income		537,123	2,126,576
Total Income		**296,281,278**	**361,731,027**
B EXPENDITURE			
Bank Charges		875,807	1,126,178
Books and Periodicals		138,859	74,379
Committee Meeting Expenses		94,700	30,900
Computer Accessories		509,320	478,575
Daily Labour wages		559,550	588,180
Depreciation	4(B)	8,078,129	11,690,830
Entertainment		756,513	633,876
Examination Fees		20,200	173,075
Petrol and Lubricants		2,066,693	2,178,065
Honorarium/Remuneration		2,713,622	2,405,867
Legal Expenses		124,630	200,000
Audit Fees		25,000	25,000
Membership Fees(SAFIR)		319,398	317,590
Medical		522,695	895,461
General Provident Fund Interest		814,504	-
Miscellaneous Expenses		666,881	657,473
Office Rent		14,959,344	10,090,571
Overtime Allowances		1,277,563	689,926
Printing & Stationary		1,417,223	1,091,388
Postage, Telegram and Telephone		519,812	623,246
Publicity and Advertisement		845,672	800,439
Repairs and Maintenance		2,124,700	2,501,383
Salary & Allowances		35,505,593	29,931,950
Seminar and Conference		988,921	20,880
Training		3,987,090	223,058
Transport Insurance		286,715	372,876
Travelling and Daily Allowances		4,889,949	1,289,484
Utility		1,257,852	1,275,549
Uniform		-	173,900
Total Expenses		**86,346,935**	**70,560,099**
Excess of Income Over Expenditure	**A-B**	**209,934,343**	**291,170,928**
Balance Brought Forward		**1,476,957,984**	**1,185,787,056**
Balance Carried Forward to Balance Sheet		**1,686,892,327**	**1,476,957,984**

The accompanying notes form an integral part of these Financial Statements.

Sd-
Director
(Finance and Accounts)
BERC

Sd-
Member
BERC

Sd-
Chairman
BERC

Signed as per our annexed report of even date.

RAHMAN MUSTAFIZ HAQ & CO.
Chartered Accountants

Dated : Dhaka
30 October 2017

Bangladesh Energy Regulatory Commission

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For The Year Ended 30 June 2017

	Notes	2016-2017 Taka	2015-2016 Taka
A. INCOME:			
License Fees		166,955,615	184,143,200
System Operation Fee		43,293,075	81,269,824
Dispute Settlement Fees		3,184,338	-
Interest on FDR	10	68,154,964	79,809,782
Sales of tender schedule & application forms		-	263,500
Application fees		8,541,930	6,743,025
Bank Interest on SND/CA	11	5,614,233	7,375,120
Other income		537,123	2,126,576
Total Income		**296,281,278**	**361,731,027**
B. REVENUE EXPENSES :			
Bank Charges		875,807	1,126,178
Books and Periodicals		138,859	74,379
Committee Meeting Expenses		94,700	30,900
Computer Accessories		509,320	478,575
Daily Labour wages		559,550	588,180
Depreciation		8,078,129	11,690,830
Entertainment		756,513	633,876
Examination Fees		20,200	173,075
Petrol and Lubricants		2,066,693	2,178,065
Honorarium/Remuneration		2,713,622	2,405,867
Legal Expenses		124,630	200,000
Audit Fees		25,000	25,000
Membership Fees(SAFIR)		319,398	317,590
Medical		522,695	895,461
General Provident Fund Interest		814,504	-
Miscellaneous Expenses		666,881	657,473
Office Rent		14,959,344	10,090,571
Overtime Allowances		1,277,563	689,926
Printing & Stationary		1,417,223	1,091,388
Postage,Telegram and Telephone		519,812	623,246
Publicity and Advertisement		845,672	800,439
Repairs and Maintenance		2,124,700	2,501,383
Salary & Allowances		35,505,593	29,931,950
Seminar and Conference		988,921	20,880
Training		3,987,090	223,058
Transport Insurance		286,715	372,876
Travelling and Daily Allowances		4,889,949	1,289,484
Utility		1,257,852	1,275,549
Uniform		-	173,900
Total Revenue Expenses		**86,346,935**	**70,560,099**
C. CAPITAL EXPENDITURE :			
Land		20,000,000	-
Fuctional Building Decoration		556,864	797,802
Furniture & Fixture		582,675	484,642
Office Equipment		76,500	553,490
Office Equipment Television		162,000	-
Computer Equipment		525,002	48,900
Motor Vehicle		45,475	7,190,892
Engineering /Communication Equipment		3,046,000	337,820
TOTAL CAPITAL EXPENSES		**24,994,516**	**9,413,546**
TOTAL EXPENSES	**B+C**	**111,341,451**	**79,973,645**

The accompanying notes form an integral part of these Financial Statements.

Sd-
Director
(Finance and Accounts)
BERC

Sd-
Member
BERC

Sd-
Chairman
BERC

Signed as per our annexed report of even date.

RAHMAN MUSTAFIZ HAQ & CO.
Chartered Accountants

Dated : Dhaka
30 October 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As at 30 June 2017

1. BACKGROUND:

The Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) has its inherent characteristics of independence, neutrality and regulatory. The Commission was established on 13th March, 2003 under an Act of Parliament (Act No.13 of 2003) and started to function with effect from 24 April, 2004. The BERC is mandated to creating an atmosphere conducive to private investment in the generation of electricity, transmission, transportation and marketing of gas resources and petroleum products to ensure transparency in the management, operation and tariff determination in these sectors, to protect consumers' interest and to promote the creating of the competitive market.

2. ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF THE COMMISSION:

2.1 Being a statutory body the commission shall have perpetual succession and common seal with power to acquire and hold movable and immovable properties to transfer such property subject to the provision of the Act and may by the said name, sue and be used.

2.2 The commission is constituted with a full-time Chairman and Four Members appointed by the President on the basis of proposal of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources who shall hold office for a period of three (3) years from the date of assumption of their respective office and shall be eligible for reappointment for another term only. At present, the commission is a fully constituted one.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

3.1 Basis of Preparation of Financial Statements

The Financial Statement has been prepared under the historical cost convention in keeping with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) consistently applied and relevant International Accounting Standards (IAS) so far adopted by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB).

RAHMAN MUSTAFIZ HAQ & CO.
Chartered Accountants

3.2 Property, Plant and Equipment Expenses

Depreciation of the whole year has been charged on the assets acquired during the year irrespective of the date of acquisition on the Straight Line method.

The depreciation rates used to write off the amount of assets are as follows:

SL	Items	Rates (%)
1	Office Building (Renovation)	15
2	Furniture and Fixtures	10
3	Office Equipment	15
4	Computer Equipment	20
5	Motor Vehicle	20
6	Engineering & Communication Equipment	15
7	Books & Periodicals	20
8	Sundry Assets	10

3.3 Revenue Recognition

Interest income on Fixed deposits has been recognized on accrual basis of accounting in the period in which the income is accrued.

3.4 Use of Estimates

The preparation of financial statement in conformity with Generally Accepted Accounting Principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses are recognized in the Financial Statements.

3.5 General Provident Fund

The Commission maintains a General Provident Fund. Employees are entitled to receive the benefit for every completed year of service.

3.6 Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash in hand and cash at Bank.

3.7 General

Figures and presentation of previous years have been rearranged to conform with the current year's presentation wherever considered necessary.

Figures have been rounded off to the nearest Taka wherever necessary.

RAHMAN MUSTAFIZ HAQ & CO.
Chartered Accountants

	Notes	2016-2017 Taka	2015-2016 Taka
4. FIXED ASSETS: (A-B)	**Tk.**	**75,313,556**	**58,397,169**
A. Cost			
Balance as on 01-07-2016		111,070,092	101,656,546
Add: Addition during the year		24,994,516	9,413,546
Balance as on 30-06-2017		**136,064,608**	**111,070,092**
B. Accumulated depreciation			
Balance as on 01-07-2016		52,672,923	40,982,093
Add: Addition during the year		8,078,129	11,690,830
Balance as on 30-06-2017		**60,751,052**	**52,672,923**
Written Down Value (A-B)		**75,313,556**	**58,397,169**

A schedule of fixed assets as on 30th June, 2017 is enclosed under **Annexure A**

5. Investment in FDR	**Tk.**	**1,398,049,419**	**1,355,286,758**
Opening Balance: (Principal & Interest)		1,355,286,758	1,043,965,846
Add : Previous year's Interest Adjustment		13,713,113	-
		1,368,999,871	1,043,965,846
Less : FDR Encashment (Principal)		200,000,000	-
		1,168,999,871	1,043,965,846
Less : FDR Encashment (Interest)		35,140,679	-
		1,133,859,192	1,043,965,846
Add : Investment during the year (Principal)		205,000,000	230,000,000
		1,338,859,192	1,273,965,846
Add : Interest received during the year		59,190,227	81,320,912
Total:	**Tk.**	**1,398,049,419**	**1,355,286,758**

6. Advance Against Expenses	**Tk.**	**4,374,713**	**3,040,266**
Advance against Petrol & Lubricant		78,080	71,050
Advance against Legal Expenses		675,000	-
Advance against Car Purchase		-	68,572
Advance against Medical Treatment		348,354	348,354
Advance against Mobile Bill Allowance		10,000	12,000
Advance against Travelling Expenses		3,005,094	2,540,290
Advance against Others		258,185	-
Total:	**Tk.**	**4,374,713**	**3,040,266**

RAHMAN MUSTAFIZ HAQ & CO.
Chartered Accountants

		2016-2017 Taka	2015-2016 Taka
7. Cash & Bank Balances:	**Tk.**	**214,832,615**	**63,053,715**
Cash in Hand		79,449	183,734
Basic Bank A/c No. 75 (up to April, 2017)		-	62,869,981
Sonali Bank A/c No. 216		214,753,166	
Total		**214,832,615**	**63,053,715**
8. Creditors for Expenses:	**Tk.**	**2,188,536**	**2,707,750**
Officer's Salary		156,120	930,353
Special Allowance		-	98,300
Labour wages		57,000	
House Rent Allowance		50,600	245,877
Medical Allowance		1,500	14,000
Education Allowance		1,000	2,200
Telephone Allowance		600	2,400
Entertainment Allowance		600	2,400
Regulatory Allowance		6,000	100,824
Sumptuary Allowance		-	5,000
Domestic Aide Allowances		-	1,465
Overtime		115,440	48,797
Electricity		160,862	224,004
Telephone		52,000	61,056
Water Bill		1,120	
Books and Periodicals		14,612	5,538
Audit Fee		25,000	25,000
Office Rent		1,235,652	872,201
Internet and Fax		47,360	400
Fuel & Lubricant		242,130	67,935
Tax deducted on Salary		20,940	
Total		**2,188,536**	**2,707,750**
9. General Provident Fund:	**Tk.**	**1,564,782**	**2,935,892**
Opening Balance		2,935,892	1,952,872
Add: Deduction From Salary during The Year		1,516,530	983,020
		4,452,422	**2,935,892**
Less: Transfer to GPF own Account (A/C No.-217)		2,887,640	-
Total		**1,564,782**	**2,935,892**
9.01 General Provident Fund Own Account:	**Tk.**	**2,887,640**	**-**
Opening Balance		-	-
Add: Transfer from General Providend Fund		2,887,640	-
Total		**2,887,640**	**-**

RAHMAN MUSTAFIZ HAQ & CO.
Chartered Accountants

		2016-2017 Taka	2015-2016 Taka
10. Interest on FDR:	**Tk.**	**68,154,964**	**79,809,782**
Interest received during the year		59,190,227	81,320,912
Less: Last year receivable		30,269,043	31,780,173
		28,921,184	49,540,739
Add: Current year receivable (accrued)		25,520,667	30,269,043
Add : Prior year's Interest Adjustment		13,713,113	-
Total		**68,154,964**	**79,809,782**
11. Bank Interest on SND/CA	**Tk.**	**5,614,233**	**-**
Basic Bank A/c No.75 (up to April, 2017)		1,596,634	-
Sonali Bank A/c No. 216		4,017,599	-
Total		**5,614,233**	**-**

12. TA Project Fund: **Tk.** **17,821,829**

World Bank funded Technical Assistance Project for Institutional Development of BERC under power sector Development Technical Assistance (PSDTA) Project (IDA Grant No. HO92BD) has been successfully completed on 31st December,2012. As per provision of approved TPP of other project (Page 9 of TPP) and decision of the commission (82nd Commission Meeting CM/82/09) all Assets of the project has been transferred to the BERC.

RAHMAN MUSTAFIZ HAQ & CO.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission

SCHEDULE OF FIXED ASSETS

As at 30 June 2017

Annexure-A

Particulars	Cost				Rate of Dep.	Depreciation				
	As on 01.07.2016	Addition during the year	Adjustment Disposal during the year	Total cost as on 30.06.2017		Total cost as on 30.06.2017	Depreciation charged during the year	Adjustment Disposal during the year	Cumulative deprecitation as on 30.06.2017	Written down value as on 30.06.2017
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8	9=6=7-8	10=4-9
Land & Land Development:										
Land	47,249,085	20,000,000		67,249,085		-	-	-		67,249,085
Building Decoration:										-
Functional Building Decoration	1,498,712	556,864		2,055,576	15%	405,778	308,336		714,114	1,341,462
Office Building Decoration	3,479,939			3,479,939	15%	3,479,938	-	-	3,479,938	1
Furniture & Fixture	3,940,956	582,675	-	4,523,631	10%	2,043,330	452,363	-	2,495,693	2,027,938
Office Equipment:	-									
Office Equipment	290,100	76,500	-	366,600	15%	101,927	54,990	-	156,917	209,683
Office Equipment: Air-cooling & Ducting	2,348,440	-		2,348,440	15%	1,711,573	352,266	-	2,063,839	284,601
Office Equipment: Television	348,190	162,000	-	510,190	15%	135,356	76,529	-	211,885	298,305
Office Equipment: CC Camera	632,666	-		632,666	15%	165,559	94,900	-	260,458	372,208
Office Equipment: Other's	2,034,084	-		2,034,084	15%	1,560,219	305,113	-	1,865,332	168,752
Computer Equipment	5,142,898	525,002	-	5,667,900	20%	4,495,859	1,133,580	-	5,629,439	38,461
Motor Vehicles	41,931,083	45,475	-	41,976,558	20%	37,490,791	4,485,766	-	41,976,557	1
Engineering /Communication Equipment	1,369,622	3,046,000	-	4,415,622	15%	470,703	662,343	-	1,133,046	3,282,576
Books & Periodicals	715,115	-		715,115	20%	572,092	143,023	-	715,115	-
Sundry Assets	89,202	-		89,202	10%	39,799	8,920	-	48,719	40,483
Total Tk.	**111,070,092**	**24,994,516**	**-**	**136,064,608**		**52,672,923**	**8,078,129**	**-**	**60,751,052**	**75,313,556**

ফটো গ্যালারি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ডিসপুট সেটেলমেন্ট রেগুলেশন ২০১৭ খসড়া চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় (বাঁ থেকে) সচিব, জ্বালানি খনিজ সম্পদ বিভাগ; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা; চেয়ারম্যান, বিইআরসি; এবং সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন ফান্ড সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইড লাইন ২০১৭ খসড়া চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন ফান্ড সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইড লাইন ২০১৭ খসড়া চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় (বাঁ থেকে) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ; চেয়ারম্যান, বিইআরসি; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ মন্ত্রণালয়; মুখ্য সমন্বয়ক, এসডিজি বিষয়ক; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন ফান্ড সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইড লাইন ২০১৭ খসড়া চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় উপস্থিতির একাংশ।

উন্মুক্ত শুনানিতে কমিশন ও পরিচালকবৃন্দ।

USAID কতৃর্ক পরিচালিত CCEB প্রকল্পের সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন দাখিল সভায় কমিশন ও CCEB এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

আগামী দিনের কমিশন

আগামী দিনের কমিশন

বাংলাদেশ আগামী ২০৪১ সালে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে যা নিম্নরূপ:

১ সেবার মান উন্নয়নে কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;

২ লাইসেন্সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

৩ কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা;

৪ সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তণ করা;

৫ এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা, সংরক্ষণ এবং প্রচার করা;

৬ কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজ করা;

৭ ই-ফাইলিং এবং ই-লাইসেন্সিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি করা;

৮ Performance Management System এবং Anual Performance Agreement চালু করা এবং

৯ আগারগাঁও শের-ই-বাংলা নগরে কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা।

বিইআরসিতে কর্মরত কর্মকর্তাগণের বিবরণ

১

মুহঃ মাহবুবর রহমান
সচিব
ফোন: ৮১৮৯৮২৫
ই-মেইল: secy@berc.org.bd

২

এ কে এম মনোয়ার হোসেন আখন্দ
পরিচালক (গ্যাস) (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৯১১১৬৮৬
ই-মেইল: dirgas@berc.org.bd

৩

এ কে মাহমুদ
পরিচালক (বিদ্যুৎ)
ফোন: ৯১৪১৭৩৭
ই-মেইল: dipower@berc.org.bd

৪

মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
ফোন: ৯১১১৭৯৫
ই-মেইল: daud6681@yahoo.com

৫

ড. মোঃ দিদারুল আলম
পরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
ফোন: ৯১৪০০৪২
ই-মেইল: didar_fd@yahoo.com

৬

সুলতানা আক্তার
উপপরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ০১৭১২০২২৬৪৮
ই-মেইল: sultanaakter18@yahoo.com

৭

মোহাম্মদ মশিউর রহমান
উপপরিচালক (গ্যাস)
ফোন: ৮১৮৯৪৯১
ই-মেইল: ddgas@berc.org.bd

৮

মোঃ হারুনুর রশিদ
উপপরিচালক

৯

মোঃ শরিফুল ইসলাম শাহীন
উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
ফোন: ৮১৮৯৮৩৩
ই-মেইল: s_islam38@yahoo.com

১০

নিশিত কুমার
উপপরিচালক (আইন ও বিধি)
ফোন: ৮১৮৯৮৩০
ই-মেইল: nkumer.berc@gmail.com

১১

কামরুজ্জামান
উপপরিচালক (ট্যারিফ)
ফোন: ৯১১১৭৮৭
ই-মেইল: kzamanberc@gmail.com

১২

মোঃ ফিরোজ জামান
উপপরিচালক (কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স)
ফোন: ৮১৮৯২২৭
ই-মেইল: ddconsumer@berc.org.bd

১৩

মোঃ মোনায়েম হোসেন
উপপরিচালক (ট্রাইবুনাল)
ফোন: ৯১১১৫৩৩

১৪

আব্দুল মজিদ
উপপরিচালক (বিদ্যুৎ)
মোবাইল: ০১৭১৫৩৭৩৪৫৩
ই-মেইল: ddpower2@berc.org.bd

১৫

মোঃ সায়েদুল আরেফিন
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব
মোবাইল: ০১৭১২৯০৯৭৭৯
ই-মেইল: sarefin17002@gmail.com

১৬

মুহাম্মদ রফিকুল আলম ভূঁইয়া
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ৮১৮৯৮২৯
ই-মেইল: adadmin@berc.org.bd

১৭

মোঃ আসাদুজ্জামান
সহকারী পরিচালক

১৮

শাহী মো: তানভীর আলম
সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ)
ফোন: ৫৫০১৩৩১০
ই-মেইল: shahi.tanvir@gmail.com

১৯

বেলায়েত হোসেন
সহকারী পরিচালক (কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স)
মোবাইল: ০১৭৮৩৩৫৭০১৯
ই-মেইল: belayetberc@gmail.com

২০

তারেক আহমেদ
সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ)
মোবাইল: ০১৬৭৬৮১৯৩৮৮
ই-মেইল: adpower1@berc.org.bd

২১

নাজিয়া হক
সহকারী পরিচালক (গ্যাস)
মোবাইল: ০১৯১৪৭৪০৩০৮
ই-মেইল: adgas1@berc.org.bd

২২

মোঃ শাহাদত হোসেন
সহকারী পরিচালক (আইন ও বিধি)
মোবাইল: ০১৭১৬৪০৮৪০১
ই-মেইল: adlaw2@berc.org.bd

২৩

নাহিদ আফরোজ
সহকারী পরিচালক (হিসাব)
মোবাইল: ০১৯২৩৭৭৪১০০
ই-মেইল: adfinance@berc.org.bd

২৪

মোঃ মোফাচ্ছেরুল হাসান
সহকারী পরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
মোবাইল: ০১৯১১৮৭৬৭২২
ই-মেইল:adpetro@berc.org.bd

২৫

ইসরাত জাহান
সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ)
ই-মেইল: adpower2@berc.org.bd

২৬

মোঃ নুরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রটোকল)
ফোন: ০১৭৬৬৯২৪৫৭১
ই-মেইল: adprotocol@berc.org.bd

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যানবৃন্দ

নাম	কার্যকাল	
মোঃ মোশাররফ হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)	০৫.০৬.২০০৪	০৩.০৬.২০০৫
ড. মুজিবুর রহমান খান	০৪.০৬.২০০৫	০৪.১০.২০০৭
মোঃ খলিলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	২৮.১০.২০০৭	০৭.১১.২০০৭
গোলাম রহমান	০৮.১১.২০০৭	২৩.০৬.২০০৯
মোঃ মোখলেছুর রহমান খন্দকার (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৭.২০০৯	১১.১০.২০০৯
সৈয়দ ইউসুফ হোসেন	১২.১০.২০০৯	১১.১০.২০১২
প্রকৌশলী মোঃ ইমদাদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	২১.১০.২০১২	০৩.০৯.২০১৩
এ আর খান	০৪.০৯.২০১৩	০১.০৯.২০১৬
মোঃ মাকসুদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৯.২০১৬	২২.১২.২০১৬
মনোয়ার ইসলাম এনডিসি	০২.০২.২০১৭	

টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

www.berc.org.bd